দৈনিক সংবাদ

116

তারিখ ... 07 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

রোজার মাসে খোলা থাকবে স্কুল-কলেজ

রাশেদ আহমেদ ।। এ বছর রোজার মাসে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখা হবে। দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্যে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া নবম ও দশম শ্রেণী এবং উচ্চ মাধ্যমিকের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে আগামী কয়েক মাস বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। কোন 'ফি' ছাড়াই স্কুল ও কলেজগুলো ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত কিছুদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে যাবে। শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচ কে সাদেক একথা জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, এবার দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় প্রায় ৩ মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে চলছে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানের মেরামতের কাজ। ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার মারাত্মক এই ক্ষতির জন্যেই এই ব্যবস্থা। তবে আগামী বছর থেকে রোজার মাসে নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার একটি প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। মন্ত্রীর ব্যাখ্যা হচ্ছে, রোজার মাসে অফিস আদালত সবই খোলা থাকে। শুধুমাত্র স্কুল কলেজ বন্ধ দিয়ে ক্ষতি করা হয় ছাত্রছাত্রীদের। রোজার মাসে স্কুল কলেজ চালু রাখা হলে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির অনেক অবাঞ্ছিত বন্ধের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত নেবে আরেক দফা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর।

এ বছর রোজা হবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত। স্কুলগুলোতে ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা হওয়ার পর জানুয়ারি খোলা ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

খোলা ঃ রোজার মাসে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

থেকে নতুন ক্লাস শুরু করতে বলা হবে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য 'পুরোদমে' কোচিং করানোর নির্দেশ থাকবে।

বন্যার কারণে আগামী বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পেছানোর কোন চিন্তাভাবনা নেই মন্ত্রণালয়ের। পূর্বঘোষিত তারিখেই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এখন থেকে সরকার প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জানা গেছে, এবার ভয়াবহ বন্যায় দেশের ২৪৬টি থানায় ১৩ হাজার ৭শ' ১৪টি প্রাইমারি স্কুল এবং ৩ হাজার ৮শ' ৬৭টি হাইস্কুল ও কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত।

এই ক্ষতি হয়েছে তিন রকমের, অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি, আসবাবপত্রের ক্ষতি ও ত্রাণ শিবির হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষতি। ক্ষতিগ্রস্ত প্রাইমারি স্কুলের তাৎক্ষণিক পুনর্বাসনের জন্যে উন্নয়ন বাজেট থেকে ২৫ কোটি এবং রাজস্ব বাজেট থেকে ১৫ কোটি, মোট ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে গত সপ্তাহ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩শ' ৭৬টি প্রাইমারি স্কুলের পুনর্বাসনে ৬ কোটি ৩৫ লাখ ২৮ হাজার ৫শ' টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত হাইস্কুল ও কলেজের তাৎক্ষণিক পুনর্বাসনের জন্যে উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ থেকে সাশ্রয়কৃত ৪০ কোটি টাকায় একটি প্রিন্সিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ২০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে ইতোমধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ১৮ কোটি ৩৭ লাখ ২৭ হাজার টাকা।

বন্যায় দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসনের জন্যে জাতীয় সংসদের ৩৩০ জন সদস্যের কাছেও সহযোগিতা চেয়েছেন। তাদের কাছে এ সপ্তাহে একটি চিঠি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে যাবে, সংসদ সদস্যরা যেনো নিজস্ব বরাদ্দের টাকা থেকে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের জন্যে ব্যয় করেন।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক স্কুলের জন্যে ৭৫ হাজার এবং মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের জন্যে এক থেকে দেড় লাখ টাকা পুনর্বাসনে দেয়া হচ্ছে।